ICSE Class 9 Bengali

এক ক্লিকে বাংলা নোটস

ICSE CLASS 9 BENGALI · COMPOSITION

আত্মকথামূলক রচনা

দুটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ববর্তী বছরের রচনা

একটি সেতুর আত্মকাহিনি · একটি বাজারের আত্মকথা

পাঠ · অনুশীলন · প্রিন্ট-ফ্রেন্ডলি সংস্করণ

এই বইয়ে যা থাকছে

০১ · একটি সেতুর আত্মকাহিনি

ICSE: ২০০০

০২ · একটি বাজারের আত্মকথা

ICSE: ২০১৭

রচনাগুলির পাঠ ব্যবহারকারীর দেওয়া টেক্সট অনুযায়ী রাখা হয়েছে।

রচনা ০১ · ICSE ২০০০

একটি সেতুর আত্মকাহিনি

ICSE: ২০০০

“Men may come, men may go; but I go on forever.” কোন কবি এই কথাগুলি লিখেছিলেন, তা জানেন কি? কার সম্পর্কে কথাগুলি লিখেছিলেন, তা জানেন তো? হ্যাঁ, কবি লর্ড টেনিসন লিখেছিলেন। লিখেছিলেন এক নদীর সম্পর্কে। তবে আমি এই কথাগুলি উচ্চারণ করি আমার প্রিয় নদী সম্বন্ধে। সে আমার সর্বক্ষণের সাথী। ঠিক ধরেছেন, আমি গঙ্গানদীর কথাই বলছি। গঙ্গা আমাকে সেতু-বন্ধু বলে ডাকে। আর লোকেরা আমার নাম দিয়েছে ‘হাওড়া ব্রিজ’.

গঙ্গা আমার জন্মতত্ত্বের সাক্ষী। সে-ই আমার জন্মের মূল কারণ। গঙ্গা বলেছে, সে একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী চাইছিল। তখন ব্রিটিশ শাসন চলছে। ব্রিটিশরাজকে গঙ্গা বুঝিয়েছিল, “তোমরা কলকাতাকে রাজধানী করলে, অথচ কলকাতার সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের জেলাগুলির একটি সহজ স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ ব্যবস্থা করলে না। বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি। কেন, তোমরা ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ দেখোনি? লন্ডনের ব্রিজটার অনুকরণে আমার উপর দিয়ে একটি ব্রিজ বানাতে পারো না? ঝড়বৃষ্টির সময় তো সব স্তব্ধ। তবু তোমাদের টনক নড়ছে না। আশ্চর্য।”

এইসব কথা দিনের পর দিন মাথায় দেওয়ার পর একদিন তাদের বোধশক্তিটা পরিষ্কার হল। হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে গঙ্গার ওপর দিয়ে সেতু নির্মাণে সরকার উদ্যোগী হল। বিলাত থেকে বড়ো বড়ো ইঞ্জিনিয়ার এল। অনেক ভাবনাচিন্তা করল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্ল্যান দিল। শেষে স্থির হল, এমন একটি সেতু গঙ্গার উপর দিয়ে বানাতে হবে, যার কোনও পিলার থাকবে না। যার তলা দিয়ে অবাধে স্টিমার, লঞ্চ, নৌকো যাতায়াত করতে পারবে।

যেমন পরিকল্পনা, তেমন কাজ শুরু হয়ে গেল। বিলাত থেকে মালমশলা এল। বড়ো বড়ো কারিগর এলেন। কারিগর এল কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-চব্বিশ পরগনা থেকে। দিনরাত কাজ চলল। আট বছর কাজ করার পর আমি পূর্ণ চেহারা পেলাম।

মানুষদের চেহারা যেমনভাবে পরিবর্তিত হয়, আমার চেহারা ঠিক তেমনভাবে পরিবর্তিত হয় না। আমার চেহারা আগাগোড়া প্রায় একই রকম আছে। কলকাতার বড়োবাজারের পশ্চিম প্রান্ত থেকে হাওড়া রেল স্টেশনের কাছাকাছি পর্যন্ত আমি দীর্ঘ। দেখো, আমি প্রায় আধ কিলোমিটার, প্রস্থে প্রায় পঞ্চাশ ফুট। আমার গায়ের রংটাকে গাড়ি-ঘোড়া, হাওয়ার ধুলো আর বৃষ্টির ছাঁটা অদ্ভুত ধরনের করে দিয়েছে। আসলে আমি ছিলাম গন্ধকবর্ণীয়। এখন হাতলগুলি মলিন, বুক ধূসর, পিঠ শ্যাওলায় বিবর্ণ, চূড়া রূপোলি।

আমার দু-পাশেই রেলিং—কলকাতা থেকে হাওড়া পর্যন্ত বিস্তার তাদের। আমার বুকের উপরে একসময় ট্রাম লাইনও ছিল। তার দু-পাশে রেলিং ঘেরা ফুটপাথ। গোটা দেহটার উপরে ছাদ—দু-পাশ উন্মুক্ত। আকাশমুখী পিলারগুলি হিমালয়প্রমাণ উঁচু।

আমার দৈনন্দিন জীবন একই রুটিনে বাঁধা। ভোর না-হতেই আমার বুকের উপর দিয়ে গড়গড় শব্দ করে নানা গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করে। চলতে শুরু করে বাস এবং ট্যাক্সিও। একটু বাদেই রিকশা আর সাইকেলের আবির্ভাব। ভারী ভারী বোঝাবাহী লরি চলে সারারাত। দিনভর চলে মানুষের আনাগোনা। রাত এগারোটার আগে তাদের চলার বিরতি ঘটে না।

আমার বুকের দু-পাশ ঘেঁষে ঘুমিয়ে কাটায় অজস্র গৃহহীন ভিখারি। অন্ধ-খঞ্জদের আশ্রয়স্থল তো আমিই। এ ছাড়া কত কাক, শালিখ ইত্যাদির যে আমি আশ্রয়স্থল, তা বলে শেষ করা যাবে না।

আজ আপনারা আমার গায়ের বিভিন্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত দেখছেন। দেখছেন আমার বুকের ওপর সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো আবর্জনা। রেলিংয়ের এখানে-সেখানে ফাটল। বহু অবাঞ্ছিত লোকের আড্ডাখানাও আমার বুকটাতে দেখতে পান। জন্মলগ্ন থেকে এই অবস্থা আমার ছিল না। এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী তাদেরই অবহেলা, যারা আমাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিল।

তবে, আমার অবক্ষয় রোধ করতে পারলেই যে আমি অমর হয়ে থাকব, তা নয়। আমি মনুষ্যহাতের সৃষ্টি। মানুষের হাতে সৃষ্ট কোন জিনিসটি অক্ষয় ও অব্যয় বলতে পারেন? কোনওটিই নয়। প্রকৃতির সৃষ্টি অমর হলেও মানুষের সৃষ্টি অমর হয় না। তাই গঙ্গা অমর, অব্যয়, অক্ষয় রয়ে গেলেও আমি তেমনটি থাকব না।

এজন্য আপনাদের ভীত হওয়ার কারণ নেই। আমি বৃদ্ধ হতে চলেছি। দেহের উপাদান অবশ্যই ক্ষীণশক্তি হচ্ছে। কোন দিন আমি বিদায় নেব, তা জানি না। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা ইতিমধ্যেই আমার পরিণাম আন্দাজ করে নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু নির্মাণ করে ফেলেছেন। সুতরাং, আমার আকস্মিক বা অনিবার্য মৃত্যু ঘটলেও মাভৈঃ।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের শিকার হওয়ার আগে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলির কিছু কিছু কথা আপনাদের জানিয়ে যেতে চাই। শৈশবে আমি যে জিনিসগুলি অত্যন্ত বেশি দেখেছি, তা হল মনুষ্য নামক জীবগুলির আত্মহত্যা। প্রতি মাসে দু-একজন যুবক বা যুবতী আমার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিত। কী দুঃখ তাদের এই কাজে উন্মত্ত করত, তা আমি জানি না। হালে অবশ্য আত্মহত্যার ঘটনাটি খুবই কম।

কত ইংরেজ সৈন্য, কত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী আশ্রয় করে তাদের অভিযান চালিয়েছে, তাও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত বিদেশি শত্রু বোমা ফেলে আমাকে উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল, তা শুনলেও আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।

সেইসব অভিজ্ঞতা আমার মনকে যেমন তিক্ত করেছিল, তেমন তৃপ্তও করেছে ও করে চলেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের অভিজ্ঞতাগুলি। উপরে তাকাই—কখনও দেখি সোনালি রোদের ঝিকিমিকি খেলা, কখনও নীল আকাশে সূর্যের পূর্ণ শোভা, রাতে চাঁদের জোছনা-প্লাবিত গঙ্গা, কিংবা নক্ষত্রশোভিত নীল আকাশ, বিচিত্র রঙের মেঘের খেলা, ঝড়ের বীভৎস রূপ, গঙ্গাবক্ষে শত শত নৌকার আনাগোনা, জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য, হাজার হাজার লোকের স্নানের দৃশ্য— আমি যত দেখেছি, তত বিভিন্ন রকম মানুষ দেখেছি, এ কথা আমি বলতে পারি।

বন্যার সময় শত শত লোক আমার কোলে আশ্রয় নেয়। তাদের যেসব দুর্গতির কথা আমি জেনেছি, তাও খুব কম সংখ্যক মানবদরদিই জানেন।

একটু আগেই বলেছি, আমি অমর নই। এবার আমার আবেদন, আমি মরে গেলে আপনারা বিলাপ করে সময় অযথা নষ্ট করবেন না। যে সময়টা আপনারা বিলাপ করে কাটাবেন, সেই সময়টা আমার অনুরূপ একটি সেতুকে আমারই স্থানে নির্মাণ করতে অবিলম্বে লেগে যাবেন। ভুলে যাবেন না—কর্মই ধর্ম। কর্মপ্রবাহই জীবনপ্রবাহ।

◆ ◆ ◆

রচনা ০২ · ICSE ২০১৭

একটি বাজারের আত্মকথা

ICSE: ২০১৭

আমি একাকী আমার নিস্তব্ধ বিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি। সকালের সূর্য তার মৃদু আলোর পোশাক ছেড়ে ক্রমশ নিজেকে তেজোদীপ্ত উত্তপ্ত পোশাকে আবৃত করছে। সদ্য ঘুমভাঙা মানুষের অলসতা জড়ানো কথা-হাসি ক্রমশ স্পষ্ট, প্রকট হয়ে উঠছে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে চাষিরা তাদের সবজির সম্ভার নিয়ে আমার প্রাঙ্গণে জড়ো হচ্ছে; আসছে জেলের দল, মাথায় তাদের মাছের ঝুড়ি; কোমরে গামছা বাঁধা। মাছের ঝুড়ি থেকে বটির মাথা উঁকি মারছে; উঁকি মারছে দাড়িপাল্লার দুই ধার। আসছে চাল-ডাল-তেল-মশলার সম্ভার। বেশ বুঝতে পারছি, আমার শরীর সম্ভারের চাকচিক্যে ঝলমলিয়ে উঠছে।

শুনেছি, সবাই আমার খুব প্রশংসা করে। এত বড়ো জায়গা—একধারে মুদিখানার সমস্ত জিনিস, চাল-ডাল-তেল-মশলা-পান-সুপুরির আয়োজন; অন্যদিকে গাঢ় ও হালকা সবুজ রঙের সবজির বাহার; আর-একদিকে ঝলমলে রুপোলি রঙের ছোটো, বড়ো, মাঝারি আকারের মৎস্যবিন্যাস। লোকে বলে, আমি যে আকারে বড়ো তা নয়, আমার গুণগত মানও নাকি প্রশংসনীয়।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরতে পেরেছ—আমি কুসুমপুরের শক্তিবাজার। আমার বয়স প্রায় আশি। আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে এক ধনী ব্যবসায়ী আমাকে বহুমূল্যে ক্রয় করে এবং আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেয়। তারপর থেকেই দু-চারজন করে বিক্রেতা তাদের মালপত্র নিয়ে এসে বসতে শুরু করে; ক্রেতার দলও ভিড় করতে থাকে।

ধীরে ধীরে আমাকে ঘিরে ক্রেতা-বিক্রেতার কোলাহল বাড়তে থাকে। ক্রেতারা এক বিক্রেতা থেকে অন্য বিক্রেতার কাছে জিনিসপত্রের দরাদরি করতে থাকে। ধীরে ধীরে আমার প্রাঙ্গণ-কলেবর কোলাহলে মেতে ওঠে।

জানি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই কেমন প্রিয়মান হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে উলটোটাই ঘটেছে; আমি ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠছি। নতুন নতুন সবজির আগমনে, সওদার আগমনে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের আগমনে আমি যেন আরও ঝলমলিয়ে উঠছি। দলে দলে ছেলে, বুড়ো, মহিলারা এসে ভিড় করে। আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে সেই ব্যস্ততা; কর্মচঞ্চলতা আমি প্রাণভরে উপভোগ করি। কুসুমপুরের মাটিতে গড়ে ওঠায় ধন্য আমি।

সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে আমার প্রশস্ত বুকে কেনাবেচার খেলা। আমার এখানে প্রতিদিন আসতে আসতে কত মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়, আলাপ-পরিচয় বাড়ে, তাদের টুকরো কথা-হাসি আমি উপভোগ করি।

মাঝে মাঝে উগ্র স্বভাবের কিছু মানুষের তর্কবিতর্কও আমার শান্তি বিঘ্নিত করে; আমি সর্বংসহা হয়ে সবই সহ্য করি। তবুও বলি—আমি দিনে দিনে, যুগে যুগে তোমাকে করেছি আহ্বান, করেছি প্রলোভিত। ওগো মানবসন্তান!

◆ ◆ ◆